POLITICAL SCIENCE HONS- 6TH SEM

DSE-4: HUMAN RIGHTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

TOPIC 2B- SURVEILLANCE AND CENSORSHIP: CHINA AND INDIA

নজরদারি এবং সেন্সরশিপ: চীন এবং ভারত

BY –SHYAMASHREE ROY

Issue of Censorship in India and China

সেন্সরশিপ হ'ল বক্তব্য, গণযোগাযোগ বা অন্যান্য তথ্যের দমন, এই ভিত্তিতে এই জাতীয় উপাদান আপত্তিজনক, ক্ষতিকারক, সংবেদনশীল বা "অসুবিধাজনক" বলে বিবেচিত হয়। সেন্সরশিপ সরকার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি পরিচালনা করতে পারে সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি সেন্সরশিপে জড়িত থাকতে পারে অন্য গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠান সেন্সরশিপের জন্য প্রস্তাব ও আবেদন করতে পারে যখন কোনও লেখক বা অন্য স্রষ্টার মতো কোনও ব্যক্তি তাদের সেন্সরশিপে নিযুক্ত হন নিজস্ব কাজ বা বক্তৃতা, এটি স্ব-সেন্সরশিপ হিসাবে পরিচিত। জাতীয় সুরক্ষা, অশ্লীলতা, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং ঘৃণ্য বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করা, শিশু বা অন্যান্য দুর্বল দলগুলিকে রক্ষা করা, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার বা সীমাবদ্ধ করা এবং অপবাদ ও কুটিলতা রোধ সহ দাবিত কারণগুলির মধ্যে: সরাসরি সেন্সরশিপ আইনী হতে পারে বা নাও হতে পারে প্রকার, অবস্থান এবং বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে অনেক দেশ আইন অনুসারে সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা সরবরাহ করে , যাতে সেন্সর করা যায় এবং কী করা যায় না তা নির্ধারণ করার জন্য। স্ব-সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই।

সেন্সরশিপটি ইতিহাসের সর্বত্র সমালোচিত হয়েছে অন্যায় এবং অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্টারনেট সেন্সরশিপ সম্পর্কিত 1997 এর একটি প্রবন্ধে, সামাজিক ভাষ্যকার মাইকেল ল্যান্ডিয়ার দাবি করেছেন যে সেন্সরশিপটি প্রতিরোধমূলক কারণ এটি সেন্সরযুক্ত বিষয়টিকে আলোচনার হাত থেকে বাঁচায়। ল্যান্ডিয়ার এই দাবি করে তার যুক্তি প্রসারিত করেছেন যে যারা সেন্সর চাপিয়েছেন তারা অবশ্যই সেন্সরকে কী সত্য বলে বিবেচনা করবেন, যেহেতু নিজেরাই সঠিক বলে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা বিরোধী মতামতযুক্ত লোকদের অস্বীকার করার সুযোগকে স্বাগত জানায়।

অশ্লীল বিবেচিত পদার্থের সেন্সরশিপ হিসাবে সেন্সরশিপটি প্রায়শই সমাজের উপর নৈতিক মূল্যবোধ আরোপের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী novelist ই। এম। ফারস্টার এই বিষয়টিকে অশ্লীল বা অনৈতিক বলে সেন্সর করার এক কঠোর বিরোধী ছিলেন, নৈতিক সাবজেক্টিভিটি এবং নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমাগত পরিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

প্রবক্তারা সেন্সর করা বিভিন্ন ধরণের তথ্যের জন্য বিভিন্ন যুক্তি ব্যবহার করে এটি ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেছেন:

• **নৈতিক সেন্সরশিপ** হ'ল অশ্লীল বা অন্যথায় নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ বিবেচিত উপকরণগুলি অপসারণ। উদাহরণস্বরূপ, পর্নোগ্রাফি প্রায়শই এই যুক্তি অনুসারে সেন্সর করা হয়, বিশেষত শিশু পর্নোগ্রাফি যা বিশ্বের বেশিরভাগ এখতিয়ারে অবৈধ এবং সেন্সরযুক্ত।

• **সামরিক সেন্সরশিপ** হ'ল সামরিক বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলগুলি গোপনীয় এবং শত্রু থেকে দূরে রাখার প্রক্রিয়া। গুপ্তচরবৃত্তি মোকাবেলায় এটি ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক সেন্সরশিপ তখন ঘটে যখন সরকারগুলি তাদের নাগরিকদের কাছ থেকে তথ্য ফিরিয়ে নেয়। এটি প্রায়শই জনসাধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশকে বাধা দিতে পারে যা বিদ্রোহকে বাড়াতে পারে।

ধর্মীয় সেন্সরশিপ হ'ল উপায় যা দ্বারা নির্দিষ্ট ধর্ম দ্বারা আপত্তিজনক বিবেচনা করা কোনও উপাদান অপসারণ করা হয়। এর মধ্যে প্রায়শই একটি প্রচলিত ধর্ম জড়িত থাকে যার ফলে প্রচলিত লোকেদের সীমাবদ্ধতা জোর করে। বিকল্প হিসাবে, যখন তারা বিশ্বাস করে যে বিষয়বস্তুটি তাদের ধর্মের পক্ষে উপযুক্ত নয় তখন একটি ধর্ম অন্য কারও কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

কর্পোরেট সেন্সরশিপ হ'ল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্পোরেট মিডিয়া আউটলেটগুলিতে সম্পাদকরা তাদের ব্যবসায় বা ব্যবসায়িক অংশীদারদেরকে নেতিবাচক আলোকে চিত্রিত করে বা বিকল্প প্রস্তাবগুলি পাবলিক এক্সপোজারে পৌঁছাতে বাধা দিতে হস্তক্ষেপ করে এমন তথ্য প্রকাশে বাধাগ্রস্ত করতে হস্তক্ষেপ করে।

ইন্টারনেট সেন্সরশিপ হ'ল ইন্টারনেটে তথ্য প্রকাশনা বা অ্যাক্সেসের নিয়ন্ত্রণ বা দমন। এটি সরকার বা বেসরকারী সংস্থাগুলি সরকারের নির্দেশে বা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে চালিত হতে পারে। ব্যক্তি এবং সংস্থা নিজেরাই স্ব-সেন্সরশিপে জড়িত হতে পারে বা ভয় ও ভয়ের কারণে।

ইন্টারনেট সেন্সরশিপের সাথে জড়িত সমস্যাগুলি আরও বেশি traditional মিডিয়ার অফলাইন সেন্সরশিপের মতো। একটি পার্থক্য হ'ল অনলাইনে জাতীয় সীমানা আরও বেচাকেনা: যে দেশের বাসিন্দারা নির্দিষ্ট তথ্যের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি দেশের বাইরের হোস্ট করা ওয়েবসাইটগুলিতে এটি খুঁজে পেতে পারে। সুতরাং সেন্সরগুলিকে তথ্যের অ্যাক্সেস প্রতিরোধে অবশ্যই কাজ করা উচিত যদিও তারা নিজেরাই ওয়েবসাইটগুলির উপর শারীরিক বা আইনী নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। এর পরিবর্তে প্রযুক্তিগত সেন্সরশিপ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা দরকার যা ইন্টারনেটের জন্য অনন্য, যেমন সাইট ব্লকিং এবং সামগ্রী ফিল্টারিং।

সামাজিক মাধ্যম /impact of social media

অনেক দেশেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে নাগরিকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিক্ষোভের আয়োজন করে, যাদের মাঝে মাঝে "টুইটার রেভলিউশনস" বলা হয়। এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

পরিচালিত এই বিক্ষোভগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল আরব বসন্তের অভ্যুত্থান, যা ২০১০ সালে শুরু হয়েছিল মুছে ফেলা হয়েছে।

অটোমেটেড সিস্টেমগুলি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি সেন্সর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তাই নাগরিকরা অনলাইনে কী বলতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে। এটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যভাবে চীনে ঘটে, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেন্সর করা হয়। ২০১৩ সালে, হার্ভার্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্যারি কিং একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন যাতে সামাজিক মিডিয়া পোস্টগুলি সেন্সর করা হয়েছিল এবং সুনির্দিষ্টভাবে দেখা গেছে যে সরকারের উল্লেখ করা পোস্টগুলি সরকারের সমর্থন বা সমালোচিত হলে তারা কম-বেশি মুছে ফেলার সম্ভাবনা ছিল না। সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ না করা পোস্টগুলির তুলনায় সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করা পোস্টগুলি মুছে ফেলার সম্ভাবনা বেশি ছিল। বর্তমানে, সোশ্যাল মিডিয়া সেন্সরশিপটি মূলত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বিক্ষোভ সংগঠিত করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার একটি উপায় হিসাবে উপস্থিত হয়। চীন সরকারের পক্ষে, স্থানীয় সরকার পরিচালনায় অসন্তুষ্ট নাগরিকদের দেখা সুবিধাজনক কারণ রাষ্ট্র ও জাতীয় নেতারা অপ্রিয় আধিকারিক কর্মকর্তাদের প্রতিস্থাপন করতে পারেন। কিং এবং তাঁর গবেষকরা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে প্রতিকূল সামাজিক মিডিয়া পোস্টগুলির সংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তা কখন সরানো হবে। গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলিতে সমালোচনা সহনীয়, সুতরাং সমষ্টিগত ব্যবস্থা গ্রহণের উচ্চতর সুযোগ না থাকলে এটি সেন্সর করা হয় না। সমালোচনা রাজ্যের নেতাদের সমর্থক বা অসমর্থিত কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, নির্দিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টগুলি সেন্সর করার প্রধান অগ্রাধিকার হ'ল ইন্টারনেটে যা বলা হয়েছিল তার কারণে কোনও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না তা নিশ্চিত করা। চীন সরকারে পার্টির রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ভূমিকা চ্যালেঞ্জ জানানো পোস্টগুলি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে তার কারণে সেন্সর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। ভারতের সংবিধান মতপ্রকাশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়, তবে জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ইতিহাসকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়বস্তুর উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে। তথ্য প্রযুক্তি বিধিমালা ২০১১ অনুসারে আপত্তিকর বিষয়বস্তুতে এমন কোনও কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা "ভারতের unity, অখণ্ডতা, প্রতিরক্ষা, সুরক্ষা বা সার্বভৌমত্ব, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা হুমকিস্বরূপ"।

ভারত, চীন এবং সেন্সরশিপ

2015 সালে, চীন এবং ভারতে দুটি ডকুমেন্টারি ভাইরাল হওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। চীনে, দূষণ সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র। ভারতে, ২০১২ সালে নির্ভার ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কিত একটি ডকুমেন্টারি ছবিটি নিষিদ্ধ করার ভারতের সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সেন্সর নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি চীনের মতো দেখতে শুরু হয়েছে।

২৮ শে ফেব্রুয়ারী, আন্ডার ডমের অধীনে, চীনা সাংবাদিক ছাই জিংয়ের চীনে দূষণ ও পরিবেশ সম্পর্কিত একটি ডকুমেন্টারি চীনা সাইবার স্পেসের মধ্যে ভাইরাল হয়েছিল। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে, চলচ্চিত্রটি 200 মিলিয়নেরও বেশি বার দেখা হয়ে গিয়েছিল এবং জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এর কয়েক দিন পরে, মার্চ 4-এ বিবিসি ইন্ডিয়ার কন্যা প্রকাশ করেছিল, ২০১২ সালে দেশকে কাঁপানো নির্বাহ ধর্ষণের ঘটনার বিষয়ে লেসলি উদ্ভিনের একটি প্রামাণ্যচিত্র। কিছুদিনের মধ্যেই এই ছবিটিও ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে জাতীয় মিডিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

দুটি ছবিই কঠোর বাস্তবতার নথিভুক্ত করেছিল যা দু'দেশ ধরে বছরের পর বছর ধরে চীনে জড়িত ছিল, দূষণ, পরিবেশের অবক্ষয় এবং এর প্রভাবগুলির বিষয়; ভারতে পুরুষদের উপর বর্বরতা এবং নারীদের প্রতি সহিংসতার বিষয়টি।

উভয় দেশেই, ক্ষমতাসীন সরকারগুলি, চীনে কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ডকুমেন্টারিটির অনলাইন অ্যাক্সেস এবং বিতরণকে নিষিদ্ধ করা করাই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। এটি করতে গিয়ে অনলাইনে সেন্সরশিপের জন্য ভারতের ম্যান্ডেট চীনের মতো দেখতে আরও প্রশস্ত হচ্ছে।

'গম্বুজ এর নিচে'/under the dome

অনলাইনে আপলোড হওয়ার বিশ ঘন্টা পরে ডকুমেন্টারিটি ওয়েচ্যাট, ইউকু এবং কিউকিউ জুড়ে জৌ হং (ভাইরাল) হয়ে গেছে। এমনকি চলচ্চিত্রের পরিবেশ সুরক্ষা মন্ত্রী চেন জিনলিংয়ের প্রশংসাও পাওয়া গেছে, যখন দেশের সেন্সর ও পরিশীলিত অবকাঠামোগত বিশাল সেনাবাহিনী অলসভাবে দেখেছিল।

অবশেষে ৫ ই মার্চ, ওয়েবসাইটগুলি ছবিটি মুছে ফেলার জন্য এবং মিডিয়া কর্মীদের উইচ্যাট এবং ওয়েইবো-র মতো প্ল্যাটফর্মে চলচ্চিত্র সম্পর্কে লিখিত সামগ্রী পোস্ট না করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। ততক্ষণে কয়েকশো কোটি ছবি ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছিল। অনুমান করা হয় যে পরিবেশবাদী সংস্কারের জন্য সমর্থন গড়ে তোলার আগ্রহ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে থাকা গ্রুপ এবং ব্যক্তিরা চলচ্চিত্রটির প্রসারণকে উত্সাহিত করেছিল।

'ভারতের মেয়ে'/India's Daughter

ভারতের ক্ষেত্রে বিবিসি ডকুমেন্টারিটি যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বজুড়ে প্রচারিত হয়েছিল, তবে পূর্ব ভারতে মুক্তি পেতে নিষিদ্ধ ছিল। এটি ইউটিউবে পোস্ট করা হয়েছিল, কিন্তু পরে ভারত সরকারের অনুরোধে সরানো হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত, ভারত সরকার চলচ্চিত্রটির অনলাইন প্রচার বন্ধে ক্ষমতাহীন ছিল। আরও অনুলিপিগুলি ইউটিউবে এবং তারপরে বিভিন্ন ফাইল হোস্টিং এবং ফাইল শেয়ারিং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেশটি অস্ত্রের মুখোমুখি হয়েছিল - ধর্ষণকারী এবং তার পক্ষের আইনজীবীদের যে লজ্জাজনক বিবৃতি এবং স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়ায় নয়, বরং চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত সরকারের।

সেন্সরশিপ প্রসারিত হচ্ছে

শিল্প, চলচ্চিত্র বা বই নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভারত কোনও অচেনা। ধর্ম বা অশ্লীলতার অজুহাতে বহু দশক ধরে এটি নিয়মিতভাবে করা হয়েছে, জনসাধারণ প্রায় একটি প্রত্যাশা করে, একটি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে সতর্কতার পরিবর্তে যেটি অনুসরণ করা উচিত।

এই ক্ষেত্রে, চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করার সরকারের সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিক বিব্রত হওয়ার ভয় এবং 'মুখের ক্ষতি' ও পর্যটনকে কেন্দ্র করে করা হয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ঘোষণা করেছিলেন যে এটি "ভারতকে অপমান করার ষড়যন্ত্র"। সরকার তখন বেশ কয়েকটি আইনী স্ট্র্যাপ ধরেছিল যেটিকে তারা ধরে ফেলতে পারে, "বিশাল জনস্বার্থ ও আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক সমস্যা" এবং তিহার জেলের অভ্যন্তরে চিত্রগ্রহণের অনুমতি লঙ্ঘনের মতো অভিযোগ বেছে নেওয়া হয়েছিল।

এগুলি হ'ল এই জাতীয় ধরণের অভিযোগ যেগুলি চীনে কমিউনিস্ট পার্টি নিয়মিতভাবে নেতাকর্মীদের, বইগুলিতে বা কোনও তথ্যের উপর ধার্য করে যা এই দলটি দেশকে লু লিয়েন (মুখ হারাতে) বাধ্য করে বলে মনে করে।

ভারত স্পষ্টতই ইন্টারনেট সেন্সরশিপে চীনের অনুলিপি বইয়ের একটি পাতা বের করে নিচ্ছে এবং অনলাইন সেন্সরশিপের জন্য তার ম্যান্ডেটকে আরও প্রশস্ত করবে।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রবি প্রসাদ এবং কম্পিউটার এমরেন্সি রেসপন্স টিম (সিইআরটি) মহাপরিচালক গুলশান রাই সহ ২৩ জন ব্যক্তি ইন্টারনেটে একটি ফিল্টার স্থাপনের বিষয়ে আলোচনার জন্য সাক্ষাত করেছিলেন। টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রবি প্রসাদ "দেশের সংস্কৃতিগত মূল্যবোধ ও

ভারতীয় সমাজের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধার বৃহত্তর ইস্যু" এর ভিত্তিতে যুক্তি দেখিয়েছিলেন ।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে, সরকার জাতীয় সুরক্ষা হুমকির অজুহাতে 32 টি ওয়েবসাইটে অস্থায়ীভাবে অ্যাক্সেস নিষিদ্ধ করতে সরানো হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ডেইলি মোশন এবং গিথুবের মতো জনপ্রিয় সংস্কৃতি ওয়েবসাইট অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তবে ভারতে বিষয়বস্তুর ব্যাপক ও দক্ষ অবরুদ্ধকরণের জন্য নিজস্ব এবং সাইবার অবকাঠামোগত ঘাটতির কারণ হয়ে পড়েছে। এটি করার চেষ্টা এর প্রচেষ্টা আনাড়ি এবং অকার্যকর হয়েছে। এটি কীভাবে করা উচিত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই 32 টি ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস আটকাতে সমস্ত আইএসপিগুলিকে সরকারের আদেশে এটি স্পষ্ট ছিল। এর ফলে বিভিন্ন আইএসপিগুলি বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে এর ফলস্বরূপ ঘটে যা অন্যদের চেয়ে কিছুটা কার্যকর, ফিল্টারগুলি সহজেই সঙ্কুচিত হতে দেয়।

সেন্সরশিপ ব্যর্থ

চীন থেকে ভিন্ন, ভারত একটি গণতন্ত্র, যেখানে অনেক বেশি উন্মুক্ত ইন্টারনেট রয়েছে, বেশিরভাগ ভারতীয় ফেসবুক এবং ইউটিউবের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। এটি ভারতকে চীন যে ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা থেকে বিরত রাখে।

এটি বিরক্তিকর যে এশিয়ার দুই শীর্ষস্থানীয় দেশ ভারত এবং চীন এমন জাতীয় সামগ্রীতে তাদের জনসাধারণকে অবহিত করা এবং তাদের শিক্ষিত করার জন্য এমন সামগ্রীতে অ্যাক্সেস আটকাতে পছন্দ করে।

এই দুটি ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে, বিদ্রূপটি হ'ল ভারতেও দূষণের একটি বড় সমস্যা রয়েছে। আসলে এটি কিছু সূচকের চেয়ে চীন থেকেও খারাপ অবস্থানে রয়েছে। তবুও এটি এখনও বড় জাতীয় সমস্যা হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতে, সরকার কি মুক্তি পেলে ভারতের দূষণ সমস্যা সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্র নিষিদ্ধের পদক্ষেপ নেবে? যদি নয়াদিল্লি সত্যই "মুখ হারাতে" ভয় পায় তবে তার গঠনমূলকভাবে যোগ দেওয়া এবং সম্ভবত পরবর্তী জাতীয় বিতর্ক শুরু করা উচিত এবং সেন্সরশিপের মাধ্যমে তাদের আড়াল করার চেষ্টা না করে এই ফিল্মগুলিতে প্রকাশিত অশান্তিপূর্ণ বাস্তবতা নিয়ে কাজ করা উচিত।

নজরদারি ইস্যু

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে যে চীনা সরকার এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংযুক্ত একটি শেনজেন ভিত্তিক প্রযুক্তি সংস্থা তার "বিদেশী লক্ষ্য" এর বিশ্বব্যাপী ডাটাবেসে 10,000 ভারতীয় ব্যক্তি ও সংস্থার উপর নজরদারি করছে, বিরোধী সদস্যরা সোমবার সরকারকে জিজ্ঞাসা করেছেন পদক্ষেপ নিতে, একটি তদন্ত খুলুন এবং একটি বিশ্বব্যাপী কথোপকথনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া।

কংগ্রেস বলেছিল যে ভারতের নেতাদের এবং অন্যদের "চীনা ডিজিটাল নজরদারি" সম্পর্কে প্রতিবেদনটি "বেশ ঝামেলা" রয়েছে এবং এই নজরদারিটির মাত্রাটি জানা গুরুত্বপূর্ণ, এবং যদি তথ্যাদি জড়িত করার চেয়ে আরও কিছু থাকে তবে। এটি বলেছে যে জাতীয় নিরাপত্তা এবং নাগরিকদের গোপনীয়তার ক্ষেত্রে এই বিকাশের বিশাল প্রভাব রয়েছে।

পেগাসাস ইস্যু

'পেগাসাস প্রজেক্ট' বলছে যে মন্ত্রী, বিরোধী নেতা, সাংবাদিক, আইনী সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, অধিকারকর্মী এবং অন্যরা ব্যবহার করেছেন এমন 300 টিরও বেশি যাচাই করা ভারতীয় মোবাইল টেলিফোন নম্বর ইস্রায়েলের তৈরি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। ফার্ম, এনএসও গ্রুপ

ভারতে সরকার বিদ্যমান আইনগুলির মাধ্যমে নজরদারি করতে পারে যা নজরদারি করার জন্য দায়মুক্তি দেয়। তবে নজরদারি শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে।

ভারতে নজরদারি করার বিধান

নজরদারি করার জন্য ভারত সরকার ১৮৮৫ সালের ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন এবং ২০০০ সালের তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) আইনের অধীনে আইনের বিদ্যমান বিধানগুলির উপর নির্ভর করে।

এই বিধানগুলি সমস্যাযুক্ত এবং এর বাধা এবং তদারকি কার্যক্রমের জন্য সরকারের সম্পূর্ণ অস্বচ্ছতা সরবরাহ করে।

টেলিগ্রাফ আইনের বিধানগুলি টেলিফোনের কথোপকথনের সাথে সম্পর্কিত হলেও আইটি আইনটি কম্পিউটার সংস্থান ব্যবহার করে পরিচালিত সমস্ত যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত।♣

আইটি আইনের 69 ধারা এবং ২০০৯ এর ইন্টারসেপশন বিধিগুলি টেলিগ্রাফ আইনের চেয়েও বেশি অস্বচ্ছ এবং জরিপকারীদের এমনকি দুর্বল সুরক্ষাও দেয়।

তবে কোনও বিধানই সরকারকে যে কোনও ব্যক্তির ফোন হ্যাক করতে দেয় না কারণ আইটি আইনের অধীনে মোবাইল ফোন এবং অ্যাপ্লিকেশন সহ কম্পিউটার সংস্থান হ্যাক করা একটি অপরাধমূলক অপরাধ তা সত্ত্বেও, নজরদারি নিজেই,

আইনের বিধানের অধীনে বা এটি ছাড়াই নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন।

নজরদারি এর প্রভাব

প্রেসের স্বাধীনতার হুমকি: নজরদারি প্রেসের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। 2019 সালে সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে পেগাসাসের ব্যবহার সম্পর্কে একই অভিযোগ করা হয়েছিল।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস দ্বারা উত্পাদিত ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স 2021 সালে 180 দেশগুলির মধ্যে ভারতকে 142 স্থান দিয়েছে সংবাদমাধ্যমে বক্তৃতা এবং গোপনীয়তার উপর আরও বেশি সুরক্ষা প্রয়োজন।গোপনীয়তা এবং নিখরচায় বক্তব্যই ভাল প্রতিবেদন সক্ষম করে। তারা বৈধ প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সরকারী প্রতিশোধের হুমকির বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সুরক্ষা দেয়।♣

গোপনীয়তার অধিকারের বিরুদ্ধে: একটি নজরদারি সিস্টেমের অস্তিত্বই যথাক্রমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ 19 ও 21 এর অধীনে গোপনীয়তার অধিকার এবং বাকস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যয়কে প্রভাবিত করে।

নাগরিকদের ভয় যে তাদের ইমেলগুলি সরকার কর্তৃক পঠিত হচ্ছে তা জেনে যাওয়ার ভয় তাদের অযৌক্তিক ধারণা প্রকাশের, গ্রহণ এবং আলোচনার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। গোপনীয়তার অভাবে সাংবাদিকদের সুরক্ষা, বিশেষত যাদের কাজ সরকারের সমালোচনা করে এবং তাদের উত্সগুলির ব্যক্তিগত সুরক্ষা হুমকির সম্মুখীন হয়।

কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা: নজরদারি সরকারী কার্যক্রমে কর্তৃত্ববাদবাদের প্রসারকে উত্সাহ দেয় কারণ এটি নির্বাহীকে নাগরিকের উপর অপ্রয়োজনীয় ক্ষমতার ব্যবহার করতে দেয় এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে।♣

যথাযথ প্রক্রিয়াবিরোধী: নির্বাহী কর্তৃক পুরোপুরি পরিচালিত হলে, সংবিধানের ৩২ এবং ২২ Art অনুচ্ছেদটি গোপনে সংক্ষিপ্তভাবে কর্টেল করে দেওয়া হয়েছে।

এইভাবে, আক্রান্ত ব্যক্তি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করতে অক্ষম। এটি কেবলমাত্র যথাযথ প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতা পৃথক করার আদর্শকে লঙ্ঘন করে না তবে কে.এস.-এর আদেশ অনুসারে পদ্ধতিগত সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তারও পরিপন্থী পুট্টস্বামী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (2017)।♣

বিচার বিভাগ দ্বারা পর্যবেক্ষণ: "আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া" আদর্শকে সন্তুষ্ট করার জন্য, ক্ষমতাগুলির কার্যকর পৃথকীকরণ বজায় রাখতে এবং পদ্ধতিগত সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য বিচারিক তদারকি করা দরকার।

○ নজরদারিটির নির্দিষ্ট দৃষ্টান্তগুলি আনুপাতিক কিনা, কম অযৌক্তিক বিকল্প পাওয়া যায় কিনা এবং প্রভাবিত ব্যক্তিদের অধিকারের সাথে সরকারের উদ্দেশ্যগুলির প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখতে কেবল বিচার বিভাগই সক্ষম হতে পারে।

○ সাধারণভাবে নজরদারি সিস্টেমগুলির উপর বিচার বিভাগীয় তদারকি করার প্রয়োজন এবং বিশেষত পেগাসাস হ্যাকিংয়ের বিচারিক তদন্তের বিষয়টিও অপরিহার্য কারণ লক্ষ্যযুক্ত সংখ্যার ফাঁস হওয়া ডাটাবেসে সুপ্রিম কোর্টের একজন স্থায়ী বিচারকের ফোন নম্বর রয়েছে, যা আরও স্বাধীনতার প্রশ্নে উত্থাপন করে ভারতে বিচার বিভাগের।

নজরদারি সংস্কার হ'ল ভারতে সময়ের প্রয়োজন কারণ নজরদারি কাঠামোর একটি বিস্তৃত সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী

○ কেবলমাত্র বিদ্যমান সুরক্ষা দুর্বলই নয়, ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন নজরদারি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয় এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে বিস্তৃত ছাড় দেয়।

বর্তমান ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা হওয়া দরকার, সরকারী সংস্থা সরকার ছাড়া অন্য কারও কাছে দায়বদ্ধ নয়।

বর্তমান বিতর্কটি কেবল 'নজরদারি আদৌ কিনা' নিয়ে নয়, 'কীভাবে, কখন এবং কী ধরণের নজরদারি' তা নিয়ে।যদি মৌলিক অধিকারের উপর সামান্য লঙ্ঘন করে জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার লক্ষ্যের উদাহরণটি পাওয়া যায়, তবে সরকার সংবিধানিকভাবে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য, যা প্রকৃতপক্ষে ন্যূনতম লঙ্ঘনের সাথে জড়িত।

ভারতীয় নজরদারি শাসন ব্যবস্থার সংস্কারগুলিতে নজরদারিটির নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা নজরদারি কীভাবে নিযুক্ত করা হয় তার নৈতিক দিকগুলি বিবেচনা করে।

উপসংহার

বিশ্বজুড়ে এটিও সঠিক সময়, আক্রমণাত্মক এবং হস্তক্ষেপমূলক রাষ্ট্রের দ্বারা কীভাবে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করা যায় তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান জরুরী বিতর্ক চলছে, যা তরবারির মতো জাতীয় সুরক্ষার বক্তব্যকে সমর্থন করে।